প্রথম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন
অজয়নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫৯, বেনিয়াপুকুর রোড
কলকাতা-১৪

ছাপা, বাঁধাই ও ব্লক :
দীপক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড টাইপ ফাউণ্ড্রি
(প্রাইভেট) লিমিটেড
৭২।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

সহায়তায়
নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অমরেন্দ্রনাথ গণ
বিমল কর, দীপক রায়
রতন বেরা, দীনেশ দত্ত
অমরেশ হাজরা

BHORER GOLAP

—By GIRIDHARI KUNDU

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায়
চিত্ত সরকার

প্রাপ্তিস্থান—
কলেজ ষ্ট্রীটের
সিগনেট বুক শপ
মণীষা এবং
কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত বইয়ের
দোকানে।…

বাবা মা-কে

ভোরের গোলাপ আমার তরুণ মনের ভোরের ফসল। একে চলমান বর্তমানের সচল ফটোগ্রাফ বলে ভাবতে পারেন। আবার পরিবর্তনরত মনের আশা-হতাশার জমা খরচও।

গিরিধারী কুণ্ডু

কবিতার নাম ও প্রথম পঙ্‌ক্তি

আমি এ সমাজের মানুষ

আমি এ সমাজের মানুষ
যেখানে বেইমানীর অঙ্কুর আলো বাতাস পেয়ে
ক্রমশঃ স্বরূপ প্রকাশ করছে,
অন্ধকার ভরা সরু গলিতে দিনের বেলায়
হঠাৎ মানুষটার বুকে ছুরি এসে বসলো।

ধানের মাঠে তাজা রক্তের ছোপ
অথবা কারখানায় মৃতদেহে পচন ধরেছে—
উত্তেজনার আগুনে যৌবনের উগ্রতা
আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে শহর-গ্রামে।

আমি এ সমাজের মানুষ
যেখানে নোংরা ডাস্টবিনের ধারে কুকুর আর মানুষ
একসাথে উদার হ'য়ে অন্ন খুঁজে মরে ;
অথবা রোগ জীবাণুর সাথে আপন হ'তে
তারুণ্য ছোটে দেহ বেচা-কেনার হাটে।

আমি এ সমাজের মানুষ
শুধু নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ঘুরি…
অস্থির প্রতি মুহূর্তে ক্ষত দেহ নিয়ে,
ধ্বংসের আরো সান্নিধ্যে আসছি ;
অসুস্থ মন এখুনি বুঝি পুড়ে ছাই হবে !

প্রকাশ্য রাস্তার 'পরে জীবন প্রদীপের নিষ্প্রভ সারি
তন্দ্রাহীন শীতের রাতে হাড়গুলি কেঁপে ওঠে···
তবু ওরা শুয়ে শুয়ে আজও স্বপ্ন দেখা ভোলেনি
মাঝে মাঝে হতাশার আঘাতে নেতিয়ে পড়ে শুধু
অবুঝের মত কখনও বা কাঁদে। আমারও চোখে জল
কারণ, আমি তো এ সমাজের-ই মানুষ।

আমার দুঃখ

এ আমার আপন দুঃখ
কান্নার ভাষায় তার পরিচয়
যন্ত্রণার কারাগারে
ব্যর্থতার নির্বাসন।

ভাঙ্গাচোরা মন প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত
সুখ-দুঃখের মাঝখানে দুঃখের নির্বাচন
সুখের সাগরে দুঃখের আলোক বিন্দু
আকস্মিক যন্ত্রণার মরণ।

দুঃখ সজল অশ্রুতে জীবন্ত
প্রতি অণুতে তার লুকান প্রভাব
দেখতে তাকে সহজে চেওনা—
বাইরে যে শূন্যতা।

দুঃখকে নিয়ে সময়ের খেলা
কতো শীত-বসন্তে তার মৃত্যু আর জন্ম ;
অথচ শুকনো পাতার মত গুঁড়িয়ে যায় না-
কারণ, এ আমার আপন দুঃখ ॥

নির্বাসিত মন

আমাকে তোমরা আবার অন্ধকারে
বন্দী করে রাখলে,
এ দৃশ্য চাক্ষুষ করেও আমি নির্বাক ;
এখন তো অপরের ভাল লাগায় সব চলছে।

জানলার ফাঁক দিয়ে অবশিষ্ট আলোটুকু
এতদিন বেশ অবাধে ঘোরা ফেরা করত !
সকাল বিকেলের সোনা রোদ
তোমাদের প্রয়োজন নেই ;
তাই পর্দা টেনে ওসব দূরে করে দিলে।

আমি তো আর তেজী ঘোড়া নই যে
এ অন্ধকারের বেড়া ভেঙে
খুশী মত বন-জঙ্গল পেরিয়ে যাব
সামনে যে বিরাট খাদ !

তবে—একদিন আমিও নিজের জেদ বাঁচাতে
অন্যের সুখ দুঃখ বড় একটা লক্ষ্য করিনি
তখন তো রক্তে উন্মাদনার ঝড় বইছিল
আজ অসহায় নির্বাসিত মন নিয়ে একা
তাই তোমরা আবার অন্ধকারে বন্দী করলে।

ভোরের গোলাপ

তুমি যে ভোরের গোলাপ
উষার শিশিরে সেরেছ মুক্তির স্নান,
আধো আধো ফোটা আবেগে মধুর
লজ্জায় ম্রিয়মান।

কখন খেয়ালী ঝলমলে রোদ
কাঁটার আঁচড়ে ছড়ে যাওয়া
পাপড়ির ব্যথা জুড়িয়ে দেবে...
সারা রাতের পাগলা হিমেল হাওয়ায়
শীতল বুকখানা উত্তাপে ভরাবে।

ক্রমশঃ বিকেল গড়িয়ে এলে
তোমার এ তনুতে ভাঙ্গন ধরবে,
ক্লান্ত দেহ থেকে ঝরে পড়বে ভাগ্যহীন পাপড়ি·
মন তখন ওদিক ফিরে তাকাতে চাইবে না।
কারণ, তুমিতো সেই ভোরেই আবার ফুটবে।

যে আগুন নেভে না

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে
সকলে ঘরে ফেরার জন্য
উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবে।

কোলাহল ভরা চঞ্চল অশান্ত পার্কের
বুকেও নেমে আসবে এক সময় নীরবতা···
দু পাশের সরু পদদলিত রাজপথ,
আর আঘাত না পেয়ে অসাড় হয়ে পড়বে,
গাছের পাতাগুলি একে অপরকে ঘেঁষে দুলবে।

আর আমার ?
তখনও শান্ত হবেনা মনের এ যন্ত্রণা।
রক্ত ভরা শিরাগুলি ওঠা নামা করবে শুধুই,
মনের এ আগুন নিভতে চাইবে না কিছুতে—
তাই যন্ত্রণার প্রহরী হ'য়ে জেগে থাকব
অচঞ্চল, অতৃপ্ত এ মনকে নিয়ে।

নিশ্চল

বারবার ওখানে আমি থেমে পড়ি
কিছুতে এগিয়ে চলতে পারিনা ;
ঠিক যেন খরস্রোতা স্রোতস্বিনী—
পাঁক ভরা বাঁকে নিশ্চল হয়ে রইল !
কখন আবার জোয়ার আসবে
তার ক্ষণগুনি সময়ের কাছাকাছি বসে।

যতই ওরা চেঁচিয়ে মরুক—
'তাজা রক্তে ধানের চারা বুনব,
কার্যকালে ওসব সহজ নয় ;
সংগ্রামী মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে
স্বেচ্ছায় ক'জন এগিয়ে যায় ?
আমিও পারিনি।
তাই এ সবের মুখোমুখি হ'লে থেমে পড়ি।

★ সাদা-কালো

সাদা আর কালোকে এক করতে
ব্যস্ত হয়েছিল বারবার,
দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গের উদ্ধত বুলেট
চেঁচিয়ে বলল—'মার মার।'

গুলির ঘায়ে ভাষাকে ঘুম পাড়াতে পার
সত্যের হয় না পরাজয়
হাজার মানুষের কান্নার ধ্বনিও থামে
আঁখি নীর তবু নীরবেই রয়।

ওরা সভ্য নয়, বেইমান স্বার্থান্বেষি
চিনতে চায় তাই নিজেকে-ই অনেক বেশী,
সহজে ঠকাতে চেয়েছে মানুষের আত্মাকে
আমি কালো নই, তবু তো চাই আপন করতে তাঁকে

সাদা আর কালো, কালো আর সাদা
বাইরে-ই যত গরমিল—
দেখো না চেয়ে ঐ অন্তরলোকে
নেইকো কোন অমিল।

★ ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যু দিনে।

সূচনা

আমাকেও সবার মত চলে যেতে হ'বে
পিছু ডাকার চেষ্টা করোনা—
হয়ত কাউকে কাছে ডাকার সময় হবে না
তার জন্য আপশোষ অবশ্য রইল।

রূপালী স্বপ্ন ওদেশে কি খুঁজবে
এখন থেকে বলা সম্ভব নয়—
স্বর্গ সুখের খেলায় পুরাতন অনুভূতি
নিজস্ব সম্মান পাবে কি না তাও আজানা।

তোমাদের কাছ থেকে অনেক তো নিলাম
ঋণের বোঝা বেশ কিছুটা ভারী,
প্রতিদানে নিঃস্ব মন থেকে কি আর দিই
তোমরাই না হয় বলে দাও।

এ শহরের কানাগলি বা রাজপথ
ভাঙাচোরা মন নিয়ে চেনার চেষ্টা করেছি—
ডিসেম্বরের নির্জন নিশুতি রাতে কাঁপতে কাঁপতে
অন্ধকারের সাথে আলাপও হ'ল,
তবু জীবন যন্ত্রণার উৎস ঠিক খুঁজে পাইনি।

যে মাটিতে আমার এ সবুজ মনের জন্ম
সেখানেও আর যাওয়া হ'ল না—
দুঃখ আর কান্না ভেজা সে মাটিকে
প্রণাম জানিয়ে রাখি ; কারণ ওখানে আলোর সূচনা

আলোর পিপাসা

নিষ্প্রভ আলোর শিখা আজ আরো তেজী হ'য়ে
জ্বলতে চায় অন্ধকার ঢাকা ঘরের কোণে,
এই আলোর জোয়ারে চারিদিক
ভরিয়ে রাখতে চায় ও প্রতিটি মুহূর্ত ;
অফুরন্ত সেই তৃষ্ণা মিটাতে পারেনা সামান্য
তেলের প্রবাহ, শুষ্ক হ'য়ে আসে পোড়া সলতে
যৌবনেব অশান্ত তৃষ্ণায় !

ঐ আলোর যৌবন পিপাসা মেটাতে পতঙ্গগুলি
বিদায় নিয়েছে অসময়ে,
কলঙ্কের বং ঝবেছে ত্বরিতে ; ত'ই উজ্জ্বল মনে হয়
আলোর শিখা। তবু মেটেনা আলোর পিপাসা,
আবো আলো—আলো ছড়াতে চায় ভাষাহীন শিখা।

একবার ভুল করে

এত চঞ্চলতা, উদ্বেগ আর অনুভূতি
সবই সূক্ষ্ম স্নায়ুকে কেন্দ্র করে ঘটে চলেছে,
অথচ সেতারের মোটা তারটা
আঙ্গুলের সামান্য ভার সইতে না পেরে
মাথা নীচু করে বসে পড়ল।

আমাদের মান, অভিমান, ক্ষোভ আছে
কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীরা আপন মনে
একটানা নিজের কাজ ক'রে চলেছে···
ওরা মাথা উঁচিয়ে ধর্মঘট করবে বলে
অন্যকে কখনও ভয় দেখায় না—
বাঁচার নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে হামলাও ক'রে না
কিন্তু একবার শুধু ভুল ক'রে
যখন জীবন-প্রদীপের সলতেটা পুড়ে ছাই হয়!

বেদনা

শুধু সুর বেজে যায়
একটানা সুর
চিত্ত থাকে বেদনায়
কেন ভরপুর ?

ভুলে যাই অবনীরে
এই সুর শুনে,
স্মৃতিগুলি ঘুরে ফিরে
ব্যথা দেয় প্রাণে ।

চলে যাই বহু দূরে
ধরণীরে ছেড়ে—
তবু হায় চিত্ত থাকে
বেদনায় ভরে ।

আপনজন

দূরের মানুষ দূরে দূরে রয়
যাবে নাকো কাছে ধরা,
ঐ পথের পাখী যতই কাছে আসুক
খাঁচার তরে নয় সে মন গড়া।

তোমরা কেউ কাছের নও
দূরের আপনজন
আসা যাওয়ার ভিড়ের মাঝে
কাড়লে তবু মন।

শিশির ভেজা ঘাসের পরে যতই ছবি আঁকি
সে আর রইবে কতক্ষণ!
বেলা শেষের চাওয়া-পাওয়া
দেয় যে শুধুই ফাঁকি।

তবু সুখ-অসুখে কাতর এ চোখ
খোঁজে আরেক মন,
কাছের মানুষ হোলো দূরের
নয়কো আপনজন।

তোমার চোখের দীপ্তিতে

চলার পথের জমাট অন্ধকারটুকু
তোমার দু চোখের দীপ্তিতে ঢেকে দিও,
নিজেকে গোপন রেখে
মিথ্যা উচ্ছ্বাস ঢাকার অভিনয়।

মন নিয়ে দিশারীর মত কত ছুটেছি
আরেক মনের সন্ধানে,
জীবন যন্ত্রণার অসহায় এ ভাব
তবু শান্ত হয়নি।

প্রথম বসন্তের চঞ্চল দিনগুলিতে
উদাসী আকাশের কোল জুড়ে
কখন আবেগের আবীর ছড়িয়ে ছিল
তার ছবি সময়ের আয়নায় ধরে রাখিনি।

তাই আজও এ চোখে কান্নার জল
তার শেষ বিন্দু হয়তো এখনও পড়ে রয়েছে,
তুমি তা দেখতে চাইলে দেখতে পার
তোমার দু চোখের ঐ দীপ্তিতে।

পালিয়ে এলাম

কলকাতার পথ-ঘাট জুড়ে মিছিলের ভিড়…
কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, ধুলো ঝড়—
অপ্রত্যাশিত নির্বাচনের হিড়িকে দলাদলি
আর রাস্তার মুখ থোবড়ান দোহারা রূপ !

এখানে এখন নির্জনতার আত্মীয়তা
অন্ধকারের বুক চিরে আলোক-বিন্দুর আনাগোনা
কিছু আগে প্লাটফর্মে বড় হরফে লেখা
'মধুপুর' স্টেশন চলে গেল।

যেটুকু দ্যুতি জানলার ধার ঘেঁষে উপচে পড়েছে
তাতে ঘাসের নরম দেহ চেনা যায় না, বোঝা যায় ;
মাটি গাছ সায়র সব অন্ধকারের
নিবিড় কালো বন্ধনীতে ঘেরাও।

রাত্রির কালিমাখা রূপের আদল
অমন করে দু'চোখে কখনও প্রতিভাত হয়নি,
কত আপন মনে হয় এ অন্ধকার
কলকাতাকে ছেড়ে এসে তাই ভাল লাগল।

যাকে নিয়ে

যাকে নিয়ে আমার এত ভাবনা
মুহুর্তের চঞ্চলতা, আর এ অসহায় ভাব
সে শুধু আত্মগোপন করে চলেছে···
এটা অবহেলা অথবা আত্মগোপন নয়
হয়তো দ্বিধা বা একালের পুরস্কার।

মাটির জন্য প্রকৃতিরও চিন্তার শেষ নেই—
অযাচিত ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষের রোষ থেকে
অসহায়দের অক্ষত রাখার সংকল্প বসুন্ধরার ;
তবু তাকে হার মানতে হয় দুর্যোগের কাছে।

দু হাত বাড়িয়ে যত কিছু এতদিন চাইলাম
নিঃস্ব হয়ে সব দিতে চাইল না কেউ—
নিজেকে যারা নিজেই চিনেছে
তারা বিশ্বাসের সিন্দুকে বন্দী
তাই তাদের কাছ থেকে কিছুই পেলাম না।

আলোয় ফিরে এলাম

উদ্বেলিত রূপ যৌবন তুমি ফুটিয়ে তুললে
আমি অশান্ত চোখ দু'টি খুলে তা লক্ষ্য করলাম
এ কালের আলট্রা মডার্ণ আর লিরিকের স্রোতে
তাল মিলিয়ে তুমি এগিয়ে চলেছ···
অনিচ্ছা সত্বেও ছন্দ বাঁচিয়ে রাখতে
তাতে আমি এক সময়ে যোগ দিলাম।

পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী তোমার মন
মৃত্যুর পূর্বেই অভিনয় শেষ করতে চায় ;
সে নরকের সিঁড়ি বেয়ে
অনেক, অনেক নীচে নেমে গেল।
আমিও সেই যৌবন বেচা-কেনার ভিড়ে
নিজেকে হারালাম
কিন্তু হঠাৎ পৃথিবীকে মনে পড়ল,
তাই সে নগ্ন মেলার জড়তা এড়িয়ে
আবার আলোয় ফিরে এলাম।

সোহাগিনী

চোখের কাজল
যায় যদি যায় ধুয়ে
দুঃখ ক'রো না ;
ঐ সাগর এগিয়ে
এলায় যদি বেণী
মান ক'রো না ।

রূপের আলো লুকায় যদি
সাগর বেলার পারে—
তোমার সোনা হাসি দিয়ে
আপন ক'রো তারে ।

সোহাগিনী হও যদি আকুল
নয়তো ফেলো চোখের জল,
সাগর মাঝে হ'বে সে তো হারা
দেখবে নাকো কেউ
তোমার চোখের গোপন ধারা ।

ঘুম ভাঙ্গার গান

ঠিক এ সময় প্রতিদিন
ঘুম ভাঙ্গার গান গেয়ে বেড়ায়
অবাধ্য মশকের দল ;
ক্লান্ত চোখ দুটির পাতায়
বার বার পাখনা দিয়ে আঘাত করে—
কান দুটির ধারে ওদের দেশাত্মবোধক গান
গেয়ে চলে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ওরা
ভেঙ্গে ফেলতে চায় ; তাই অভিযোগ
ঠিক প্রতিদিন এ সময়ে !

হঠাৎ তন্দ্রার কোলে বিলীন হ'লে
আবার এসে গান গেয়ে বলে দেয়—
বিংশ শতাব্দীর অসহ্য যন্ত্রণার কথা
আর অবর্ণনীয় সেই সঙ্গীতের সুর···
ঠিক প্রতিদিন এ সময়ে।

ভুলিনি

বোঁটা আঁকড়ে যে ফুল নিশ্চুপ
হঠাৎ কোন দমকা হাওয়া বা ঢিলের ধাক্কায়
মাথা খুঁড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে সে ;
এ খবর তো গাছের জানা।

অবলম্বন হারা মনও মাঝে মাঝে অসহায়
সেও আতিথ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী
কামনাহত অতৃপ্ত মনের শান্তি নেই
তাই সে বাধা মানতে চায় না।

দুর্গম পথের ভয়ার্ত ছবি যতই চোখে ভাসুক
আঁকাবাঁকা পথের বাঁকে জীবনের অনিশ্চয়তা ;
ভ্রমণ পিপাসু দৃষ্টিকে ভয়ের রাজ্যে টানে—
তবু পথ চলার গতি থামে না।

জীবনে যার কাছ থেকে এত পুরস্কার
তার সাথেই ঘুরে ফিরে দেখা—
আঘাতে আঘাতে মন বার্ধক্যের দ্বারে।
কিছুতেই তাকে ভুলি না।

দুই নয়ন

কাজল কালো স্বপ্ন বিভোর
নীরব তোমার দুই নয়ন,
হৃদয় জ্বালায় সব-ই ফুরায়
মিথ্যা আশার তবু মরণ।

রক্ত রাঙা গোলাপ ভেবে
উড়ল ভ্রমর ধড়ফড়িয়ে ;
বুঝল যখন আসল নকল
মরল তখন ছটফটিয়ে।

হায়রে রঙীন আশার আলো
অবুঝ ওচোখ করলি হরণ,
গুমরে ওঠা বুকের ব্যথা
করলি নাকো কভু চয়ন।

রূপ তাপসীর চোখের কোণে
মায়ার এ-কি আলপনা ?
জীবন আগুন জাগাবে কি
নূতন মোহের যমুনা !

অন্ধকার—সিঁড়ি জানলা আমি

আমি এখন সিঁড়িটার হাতল ধরে
গলা উঁচিয়ে খোলা জানালাটা দেখছি···
অন্ধকারে কাঁচের রূপ আলাদা করার অহেতুক চেষ্টা,
সকালে সোনালী রোদ্দুর কাঁচের বুক ছুঁয়ে
সিঁড়িটার চারধার ঘিরে খেলা করত ;
কখনও খেয়ালী সূর্য সামান্য ঘোমটা টেনে
সিঁড়িটার ভাঙ্গা কঙ্কালে চুপ করে ব'সে পড়ত।

অন্ধকার সিঁড়ি·········
দরিদ্র ফাটলের মিথ্যা আত্মগোপন
অত্যাচার শূন্য—
নীরব প্রহরের সাথে আত্মীয়তা,
আমার নির্বাক দৃষ্টি পদচিহ্নের খোঁজে
কাগজের কটা ছড়ান ছেঁড়া টুকরো
দৃষ্টিতে ধরা দেয়
তবু অভিমানী অন্ধকারে কাগজের ভাষা বোঝা যায় না

শেষ বিন্দু

আর সবার মত আমিও মুখ তুলে
পথ চলতে চলতে···অথবা—
বাস ট্রামের আধখানা জানলা দিয়ে
জিজ্ঞাসা ভরা দৃষ্টিতে দেখি, ভাবি···।

শুধু দেখা আর ভাবাই সার
এ ছাড়া আমি অপরাগ।
সামনের কোঁচকানো পথের চারপাশে
জলকাদা মেশানো শুধু কালো মুখের ছবি !

এখনো উদ্ভিন্ন যৌবনের হাটে
অতৃপ্ত কামনার মিছিল শেষ হয়নি,
দারিদ্রের কাঠগড়ায় অনেক আগে মানবতার মৃত্যু
কলঙ্কিনী, দুষ্ট গ্রহ ছাড়া ওরা আবার কি ?

যদি এটাই খুব সত্যি হয়
তবু এখনো ঐ মরচে পড়া কান্না ভেজা
তনুর কন্দরে শেষ উত্তাপ লুকিয়ে
হয়ত তা ব্যর্থ হৃদয়ের শেষ বিন্দু !

বাতায়ন বিহারিণী

তুমি বিহারিণী
জানলার ঐ শিকগুলির মাঝ দিয়ে
উঁকি মেরে দেখা দাও বারবার ;
এখনও তাজা রক্তের স্বাদ তুমি বোঝনি
জীবন পদ্মের পাতায় ভরা নূতন অঞ্জলি
তাই ভীরু চঞ্চল আগোছাল চাউনি ।

তোমার রূপের তারিফ আমি করবো না
(এতদূর থেকে তা করলে তুমি বুঝবে না)
আর ঐ আধখানা দেহের আকর্ষণে
মনও ঢেউয়ের দোলনে দোলে না ।

কালো মেঘের মিছিল চলে গেলে
আলোর জোয়ারে তোমাকে ষোড়শী মনে হয়
চোখে চোখ মিল হ'লে
তুমি আবার হরিণীর মতো আত্মগোপন কর ।

যেদিন প্রথম ফুলটি ফুটেছিল

যেদিন প্রথম ফুলটি ফুটেছিল
ঘুমন্ত কুঁড়িটার বুক চিরে
সেদিন ভাবিনি—রূপের জোয়ার
আর প্রেমের পরশও থাকে কুঁড়ির অঙ্গে।

ঠিক প্রথম পরিচয়ের দিনটির সাথে
হুবহু মিলে গেছে। ওর সাথে হঠাৎই
অজানা পরিবেশে সেদিন পরিচয়।
সদ্য ফোটা ফুলের মত লজ্জা ভরা
মুখটিতে ঈষৎ হাসির ফুলঝুরি ছড়িয়ে
শুধিয়ে ছিল নামটি। আমি বিস্ময় আর
কৌতুক চাউনিতে ঐ গোলাপের প্রেমের পরশ
অনুভব করেছিলাম অবাধ্য যৌবনের তাগিদে;
বড় ভাল লাগল সেই অনুভূতি,
ঠিক যেমনটি মন খুশি হয়েছিল প্রথম ফুল দেখে।

চোখেতে নেশার ঢেউ

চোখেতে নেশার ঢেউ মনে অস্থিরতা
কল্পনা উচ্ছ্বাসে বেসামাল,
তবু পরাজয় সে বরণ করে না ;
শুধু শুধু হয়রানি করে চঞ্চলতা !

যতই নুনজল ঝরুক না এ চোখ দিয়ে
এতে তৃপ্তির স্বাদ মিলবে না—
দিগভ্রান্ত চাউনি ব্যর্থ হবে প্রতি পদক্ষেপে
তবু স্থির হ'তে চাইবে না চঞ্চলতা !

চলার পথে অনেক হোঁচট লেগেছে
ধারাল কাঁচে আঙুল চিরে কত রক্ত ঝরল···
আশ্চর্য !
তবু অশান্ত রূপের মেলা আর সোহাগিনী দেখে
এখনও চোখেতে নেশার ঢেউ, মনে অস্থিরতা !

একটি স্বপ্ন ও তার মৃত্যু

স্বপ্ন !

একটি স্বপ্নের জন্ম ও তার মৃত্যুর উপাখ্যান

আজও চোখের পর্দায় জীবন্ত হয়ে অস্থির ক'রে তোলে ;

সেই স্বপ্নের বুক উজ্জ্বল রং-এ ভরা ছিল না

তবু প্রাণবন্ত হয়েই দেখা দিয়েছিল তার যৌবন।

গভীর সেই স্বপ্নের মনেও ছিল যন্ত্রণা—শুধু যন্ত্রণা…

বুঝিনি সেইদিন ঐ স্বপ্নের ভাষা, বুঝিনি তার মনও,

শুধু কালো চোখ দুটির প্রকৃতিকে

বুঝেছিল আমার মন ;

আমি চেয়েছিলাম সেই ব্যথার রং মুছে দিতে

স্বপ্ন রাজী হয়নি—

তাই বিচ্ছেদ হ'ল দুজনের-ই স্বপ্নে।

কারণ তাড়া আছে

এখন যদি কেউ এসে পথ আগলে দেয়
আমি তাকে দূরে সরে যেতে বলব—
অথবা কেউ ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে
মিছিমিছি কাজ বাগাতে আসে
তাকেও কাছ ঘেঁষতে বারণ করব ;
কারণ এখন তাড়া আছে।

বিশেষ কেউ জোর গলায় যদি বলে
এখন আমার যাওয়া বারণ
আমি তার কথা মানতে চাইব না ;
অথবা মিহি সুর ভেজা অনুরোধে
জড়তায় নেতিয়ে পড়ব না
কারণ তাড়া আছে।

যার জন্য আমার এমন ছোটাছুটি
সে এসে চলে গেলে (মনে হয় যাবে না)
মিথ্যা হয়ে যাবে এ উদ্যম,
রাস্তার জমা ভিড় ঠেলতে না পারলে
সেখানে আর পৌঁছন যাবে না
তাই এখন চলি—কারণ তাড়া আছে।

পরাজিত এক সৈনিক

আমি রণাঙ্গনে পরাজিত এক সৈনিক।
পারিনি সমরে সৌকর্যের পরিচয় দিতে
তাই পরাজয়ের কলঙ্ক আঁকড়ে
প্রত্যাবর্তন করেছি নিলয়ে ভগ্ন হৃদয়ে।

আজ বেদনায় জর্জরিত অন্তরাত্মা
কাঁদবার, হাসবার শুধুই চেষ্টা করে,
এ মুখে আবার হাসির ঝিলিক !
শিল্পীর আঁকা মৌন প্রেয়সীর
ওষ্ঠপ্রান্তে প্রতিফলিত পরিতোষের ছায়া ?
একেবারে অকল্পনীয় চিত্রই !

শত চেষ্টাতেও পরাজয় বরণ করতে হয়
সেদিন বর্ষামুখর রজনীতে,
জীবনের একটি অত্যুজ্জ্বল পাতা খসে গেল
রঙিন দিনলিপির পাতা থেকে,
প্রস্ফুটিত কুসুমের পাপড়ি চ্যুতরূপ
বড় অসহায় লাগে,
তবু ঐ ফুল অপেক্ষা করে নীরব প্রতীক্ষায়।
আমিও কি জয়ের আশায় !

বেইমান

হয়তো সবটাই আমার ভুল
অথবা কিছুটা
অতীতের স্মৃতি ব্যথাতুর
তবু সে ভীষণ আপনার !

আর ওসব নিয়ে বোঝাপড়া
করতে হবে না,
ফেলে আসা অস্পষ্ট দিনের ঝড়
অশান্ত হ'য়ে এগুবে না ।

অথচ সে ব্যথার ফুল এখনো
মনের বাগিচায় প্রাণ হারায় নি,
মুমূর্ষ আশার শেষ রাতে
বেঁচে আছে আগামী প্রভাতের জন্য

কান্নার শেষ বিন্দুতে সান্ত্বনা
ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে ;
ব্যর্থতা যেথায় নিজেকে বড় করেছে
ভালবাসা সেথায় বেইমান ।

পরিবর্তন

নিজেকে চেনার আবার চেষ্টা করব
আশিতে তাই ভাঙ্গাচোরা মুখখানা দেখব
অতীতের 'আমি'র আদল মনে পড়বে না
তবু বারবার চেষ্টা করব।

সেদিনের দৃষ্টিতে যা কিছু স্বচ্ছ ছিল
আজ তাতে আঁধারের জন্ম,
সব যেন কেমন উল্টো-পাল্টা,
তবে কি আমার মধ্যেও পরিবর্তন !

সেদিনকে মনে করবার চেষ্টা বৃথা
আর তো রোজ আকাশকে দেখিনা
দূরের বা কাছের মানুষের মন নিয়ে
নিজেকে বেশী ব্যস্ত করে তুলিনা !

কলকাতার পথে ক'ত বিক্ষোভ মিছিল
ভাগ্যের স্রোতে জীবনের ছোটাছুটি
চারপাশের গতি আজো নিয়মে বাঁধা
অথচ মানুষের আনাগোনা কমল কই ?

তবে কি দেখার পরিবর্তন !

দুই দেহ

দুটি ভিন্ন কাঠামো
তবু শিহরিত কোষে সমান উন্মাদনা
রক্তের প্রতি কণিকায় সেই দুঃস্বপ্ন
পরিণত আশায় কখন পূর্ণতা।

চেয়ে থাকা দুচোখের পথ ধরে
কঙ্কালসার ক্ষুধার্তের আনাগোনা···
অবুঝ যৌবনকে নিয়ে উন্মাদনার হাটে
অহেতুক অশান্তির উদ্ভব।

দুদেহের-ই এক চিন্তা।
অথচ চঞ্চলতা. প্রসক্তির প্রকাশ রকমারি,
প্রকৃতির আশীষে এক দেহ জুড়ে কঠোর যন্ত্রণা
অপর নমনীয় তনু মনে করুণার প্রস্রবন।

কত খুশির বাহার ছড়ায় দুয়ের একান্তে
অবৈধ ব্যভিচারের স্বাক্ষর শুধু আক্রোশে
লালসা নামক জন্তুটা রক্তের স্বাদ পেয়ে
পাগল হয়ে ঘোরে অন্দরে-বন্দরে।

হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায়

আগুন জ্বলে
এ মনেরই চারিদিকে ;
ক্ষুধার্ত আগুনের সেই শিখাগুলি
যেন মনে হয় অনিয়ত ডাকে।

দেখেছি, কতবার চোখ মেলে
সে পাবকের শিখা
অশান্ত মনে তখন বেদনার
উন্মত্ত তরঙ্গ দিয়েছিল দেখা !

ভুলিনি সে আগুনের কথা।
আজও আমার তরুণ মনে
তারি অত্যুজ্জল প্রজ্জ্বলিত ছবি
জীবন্ত হয় খনে খনে।

এ আগুন
তৃষ্ণার্ত যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল আগুন নয়,
শুধু কিছু হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়
মনে ভয় রয়।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে আমি আমার মন
আর চোখ ছুটি কেমন যেন হ'য়ে যায়,
অযাচিত আনমনা ভাব দেখে
কেউ বলে—এ আমার বোকা বৈরাগ্য
আবার কেউ-কেউ বলে নূতন চালাকি।

আমি আমার মন ও চোখ
সব ঠিক হয়ে যায় সময়ের কালান্তরে
কিন্তু কেউ সে কথা জানে না—
কেউ খোঁজও রাখে না চঞ্চলতার।
আমার মন তখন হতাশার আগুনে
ছটফট করতে করতে বিষিয়ে ওঠে ;
আর চোখের কোটরে যন্ত্রণা ঘুরে বেড়ায়
অশ্রু বিন্দু ক'ত অনুরোধ করে তাকে
আবিরের মতো লাল হয়ে যায় নয়নাকাশ
তবু যন্ত্রণা মুক্তি দিতে চায় না বিনা সর্তে।

সর্ত···একটি সর্ত ঘুমিয়ে পড়ো ছুচোখ বুজে
আমি ঘুমাতে চাইনা ; তাই বেদনা পেয়ে বসে।

যৌবন কেঁদোনা

যৌবন কেঁদোনা, কেঁদোনা অমন ক'রে
এ কান্নার ভাষা কঠিন পাথর হয়ত বুঝবে
তবু এ মানুষ নয়। আমরা আজ
আরো কঠিন হ'য়েছি, বোধহয় অভগ্ন
স্তরীভূত শিলায় রূপান্তরিত হ'য়ে যাব।
অভিশপ্ত চোখের সামনা সামনি
কত অপমৃত্যু হয়েছে যৌবনের।
ঘুমন্ত কুঁড়িটার বুক থেকে ফুল না জাগতেই
বিদায় নিয়েছে।

যৌবন তুমিও কেন নিজেকে কঠিন কর'না ?
লোভী পতঙ্গের মত ক্ষুধার্ত আগুনের দিকে
অতৃপ্ত পিপাসা মিটাতে ছুটে যাও ?
কেন, কেন এমন ক'রে তোমার জীবন্ত রূপ
অঙ্গার হয়ে গেল নিষ্ঠুর অভিশাপের কষাঘাতে।
তবে কি তুমি নীরব দর্শক মাত্র ?
শুধুই বাস্তবের তুলিতে আঁকা
গভীর বেদনার নতুন প্রতিচ্ছবি।
তাহলে আর কেঁদোনা—।

স্পর্শকাতর

যতই ভাবি ভিড়ের মাঝে নিজেকে আর হারাব না
ততই যেন এ অবাধ্য মন
কোলাহল ভরা জনতার স্রোতে
নিজেকে হারিয়ে ফেলে।
লজ্জাবতীর অঙ্গস্পর্শে
যৌবন বেলেল্লাপনায় মেতে উঠতে চায়।

রমণীর কোমল দেহের ছোঁয়া
সারারাত মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়···
তখন উত্তেজনার এক ক্ষীণ প্রবাহ
স্নায়ুতন্ত্রীকে দুর্বল করে দিয়ে যায়।
তবু কিন্তু রোজ ট্রাম-বাসের ঝাঁকুনি সয়ে
অবলাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে ভুলি না।

জীবন যন্ত্রণা

বিষণ্ণ বিকেলের পড়ন্ত রোদে
কর্মচঞ্চলতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
বাইরে জোলো হাওয়া নির্মমভাবে
শীর্ণ পাতার চারধারে ঘোরে ফেরে।

কে জানতো জীবন যন্ত্রণা
মনকে এমন অসাড় করে দেয়
কাছের আপন জনের মাঝে
ক্রমশঃ অনেক দূরত্ব বেড়ে যায়।

গোধূলি বেলায় পথ হারান পাখীর ম'ত
আমিও যেন যোগাযোগ হাবা
আবছা অন্ধকারের আস্তারণে
তাই ব্যর্থতার করুণ আত্মীয়তা।

এ রাজত্ব আমার

এ রাজত্ব আমার
যা কিছু ঘটে সব আমার নির্দেশে
এখানে কেউ মন্তব্য জুড়তে আসেনা
অথবা বাহাদুরি পাবার আশাও রাখেনা
কারণ এ রাজত্ব আমার।

আমি, সময়ের গতি, উপরের আকাশ
এ রাজ্যের মধ্যে নিরিবিলি
মাঝে মাঝে স্বপ্ন আর উচ্ছ্বাসের আতিথ্য
তবে ওরা নিজের মত জুড়তে সাহস পায়না
কারণ এ রাজত্ব আমার।

'দলাদলি' বা 'মারামারি' নামে
যে দুটি শব্দ খুব পরিচিত
ও সব এখানে গা ঘেঁষে না—
কারণ এ রাজত্ব আমার।

সীমান্তে আজও কত ক্রন্দন

ললাটের মধ্যভাগে ঐ এক ফোঁটা রং দেখে
সেদিন সীমান্তের কত কথাই ভেবেছিলাম মনে মনে···
হাহাকার আর কান্না ভরা যৌবনের
কত অপচয়। কী ভীষণ-ই ছবি। রহস্যের অবগুণ্ঠনে
সব যেন অজ্ঞাত হয়ে আছে ; হারিয়ে যাওয়া
স্মৃতিগুলিও ঐ এক ফোঁটা সিঁদুরের পটে
জীবন্ত হয় মুহূর্তে। স্বপ্ন ! না স্বপ্নভরা
পিপাসার্ত নয়নের এও এক ভুল ?

সিঁথির ঐ মধ্যরেখা কি সেই তৃষ্ণার্ত সেনানীর
মোকাবেলার রণাঙ্গন ! জয়-পরাজয়ের সুর যেখানে
মূর্ত হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। বিষাক্ত বারুদের ঘ্রাণ
ঐ পথকে অভিশপ্ত করে রেখেছে আজীবন ;
পরাজিত সৈনিকের শব হারিয়ে গেছে ঐ সিঁদুরের স্রোতে,
সীমান্তে আজও কত ক্রন্দন শোনা যায় থেকে থেকে।

আমার চোখে জল

এখন রাত ঠিক এগারটা
আমার চোখের জল কখন শুকিয়েছে
তা বুঝতে পারিনি,
পাতা ঝরা দিন শেষ হয়ে গেছে
তাই শুকনো পাতার শব্দ শুনিনি।

দূরে তামাটে আলো সারি সারি···
চঞ্চল শহরের বুকে প্রশান্তির ঘুম ;
পাখীদের কিছুক্ষণের বিক্ষোভ
যন্ত্র আর যন্ত্রীরা এখনো জেগে আছে
তাই কানাগলির কান্না কানে পৌঁছয়নি

আবার দুফোঁটা ভারী নোনতা জল
চোখের কোণ ঝাপসা করে দেয় ;
অন্ধকার এদিকে তাকিয়ে হাসে
এ চোখে জল,
তাই তাকে দেখতে পাইনি !

তোমাকে ভাল লাগল

এত অস্থিরতার মাঝে তোমাকে ভাল লাগল,
শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের দু'একটি সজীব পাতার মত
তুমিও অবাস্তবের মাঝে বাস্তবকে বাঁচিয়ে রাখলে,
জট পাকানো চিন্তার তন্ত্রীগুলি তাই
আবার একে একে ছড়িয়ে পড়ল।

একথা কারুর অজানা নয়
তুমি আমি সকলে ভুল করি,
কিন্তু সে অযাচিত ভুলের কেন্দ্রকে নিয়ে
কেউ মাথা ঘামাতে অবকাশ পায় না।
যেমন সময় নষ্ট করি ভুলকে নিয়ে।

প্রেয়সীর গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে
তবু সে ফুলের কথা সহজে ভুলতে চায় না
অবচেতন মনে সঞ্চিত হতাশা আশার আলো দেখে
মুহূর্তে নিজের দীনতা ভুলে গিয়ে চঞ্চল হয়,
কারণ, তোমাকে ভাল লাগল।

পুরানো ছবি

পুরান জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব
সময় এগিয়ে যায় তবু পুরান চিন্তা থেকে
মনকে কিছুতে সরিয়ে আনতে পারি না
এ এক ভীষণ কঠিন খেয়াল !

পুরান স্মৃতির জীর্ণ মালায়
আত্মপ্রকাশরত ভাষা স্পন্দন হীন
শুকনো কচুরিপানা সবুজ রং হারা
তবু তার শেষ পরিণতি নুতন শক্তিতে।
তাই আমি আজো ভাঙা-চোরা
পুরান কথার মন্দির থেকে পালাতে পারিনি,
ঐ আবছা কালো শব্দ মনকে চুপিচুপি ডাকে
কাছে—আরো কাছে।

অন্ধকারে আলোর সন্ধান, পাগলামি
তবু পরিণতি লোভে তৃষ্ণার্ত মন ব্যস্ত
ধুলো পড়া পুরান ছবির ধুলো ঝেড়ে
আবার তাকে চেনার কঠিন খেয়াল।

বৃষ্টি কখন থামবে

সকাল থেকে বর্ষণের একটানা
সুরেলা ছন্দ—
সমান তালে বেজে চলেছে
টুপ টাপ টুপ।

জলে ডুবে যাওয়া পথের উপর
দোতলা বাসখানা চলে যেতে
ছোট বড় ঢেউয়ের তালে
একরাশ আবর্জ্জনা দুলে উঠল।
বৃষ্টির ফোঁটা টুপ টাপ টুপ
তখনও ঝরছিল অবিরাম ভাবে।

অথচ রাস্তার পাশে একদল লোকের
রক্তাভ কানজোড়া সজাগ খবরের লোভে,
আর ও বাড়ির ত্রিকোন বারান্দা থেকে বৃদ্ধ এক
জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুধায়—বৃষ্টি কখন থামবে ?

বৃদ্ধের সাদা কালো শ্মশ্রুর গা বেয়ে
বৃষ্টি তখনও ঝরছিল······টুপ টাপ টুপ······।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও প্রেমের রঙ

দুটি শুকিয়ে যাওয়া ফুল পড়েছিল
গাছের এক কোণে ; ওদের তনুতে
তখনও যৌবনের ক্ষীণ উন্মাদনা জেগে,
অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে সে দুটিকে ধরে
দেখতে চেষ্টা করলাম।...ব্যর্থ হ'ল অনুসন্ধিৎসু মন।

দুটোই এক জাতের, তবু একে অপরকে চায়না,
ওদের চলার ছন্দ কোথায় যেন সুর হয়েছে...
নেই পূর্ণ আবেগ ভরা আকর্ষণ আর ভালবাসা ;
তাই দুটি হৃদয় ছিন্ন হয়ে গেছে
মধুময় জীবনের প্রাতঃ-সন্ধ্যায়।

রং এক নয় ;
তবু বোঝা যায় প্রেমের পরশ
ওরা পেতে চায়। শ্বেতবর্ণের কুসুমটি
রক্তিম বর্ণের প্রেয়সীকে আপন করার ইচ্ছায়,
বাঁধা রয় দুই মনের বন্ধনে। তাই ও দুটি হৃদয়
ছিন্ন হয়ে গেছে মধুময় জীবনের প্রভাতে।

গুলিটা খুব লেগেছে

হঠাৎ গুলিটা আসায় খুব লেগেছে
তাই যন্ত্রণা পাঁজরগুলিতে—
হয়ত বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

প্রথমে ভেবেছিলাম···আগত গুলিটা
শুধু মৃদু আঁচড় কেটে
ছিটকে চলে যাবে। কিন্তু তা নয়!
ওটা সত্যি বুকেব পাঁজর ভেদ করে
শিব দাঁড়াব প্রাকাব গাত্রে বিঁধেছে।
অজ্ঞাত বেদনাব আক্রমণে অন্তবাত্মা
তাই একটু চঞ্চল;
এ আমাব জীবনেব প্রথম পবাজযেব কলঙ্ক,
দীর্ঘদিন অপেক্ষা কবতে হবে
আবেকটা জীবন যুদ্ধেব পথ চেযে—
উঃ গুলিটা খুব লেগেছে।

দুঃখ ক'রে

দোষী হওয়া ছাড়া
দুঃখ ক'রে লাভ কিছু হয়না,
শুধু মনকে অস্থির গণ্ডিতে
অহেতুক বন্দী রাখা।

এত জেনেও ভুল ভ্রান্তির জন্য
সন্তাপ সবাইকে করতে হয় ;
অতীতের পথ চেয়ে চিন্তার রাজ্যে
বারবার ছুটে যাওয়া।

যে পৃথিবীকে এত কাছ থেকে দেখি
তাকে এত দেখেও সব জানা হ'ল না ;
যন্ত্রণার বাঁধা সুরে যে কান্না ধরা দেয়
তার জন্ম-মৃত্যু এ মনের অজানা।

প্রতিদিনের এক একটি ভুলে
আজও চলার গতি থেমে আসে,
অস্থির বর্তমানের সাথে আলোচনা
ভবিষ্যতের স্বপ্ন কেড়ে নেয়—
তাই দুঃখ করে লাভ কিছু নেই।

প্লাটফর্ম : ট্রেন

ট্রেনটা ভাল করে চলেতে শুরু করেনি
প্লাটফরমের গা ছুঁয়ে রয়েছে
একজন কেউ ছুটতে ছুটতে এসে
কোনক্রমে কামরার হাতল ধরে ফেলল।

বিদায় জানাতে যাঁরা ষ্টেশনে ভিড় করেছিল
তাঁদের উদ্বিগ্ন চাউনি এখনও জানলার দিকে,
ঝুলকালি মাখা একদল আগুন্তুক
আরামে বসে থাকা জনৈক যাত্রীকে সরে যেতে বলছে।

পাশের রেল লাইনে গল্পরত
ক'টি যাযাবর পাখী ট্রেন চলার শব্দ শুনে
ভয় ভয় মন নিয়ে খোলা আকাশে
উড়ে গেল।

সিগনালের নীল আলো এখনও জ্বলে
দৃষ্টি পথে খড়্গপুর প্লাটফর্ম
দূরেও ছবি হয়ে রইল,
ট্রেনের গতিও ক্রমশ বাড়ছে…।

বিদ্রোহ হ'তে পারে

এদের কথা তুমি আমি সবাই জানি
অথচ না চেনার অভিনয় শুধু
তাই ঐ ধোঁয়াটে সমাজ অহেতুক
বীরত্ব দেখাতে সাহস পায়না।

পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ভেঙ্গে পড়া
খুপরির কাঠামোটাই দেখি···
কাছাকাছি যাবার সাহস যে নেই
কারণ মন আন্তরিকতা শূন্য !

অন্ধকার ওখানে ক্ষমতায় আসীন
কখনো নিষ্প্রভ দীপের আত্মপ্রচার,
হতাশার কারাগারে আজো বন্দী
লঘু ভাগ্যের বিচারে কেবল ব্যস্ত।

আমরা ভাবি আগুনের সামান্য ফুলকিতে
কতটুকু আর আক্রোশ লুকিয়ে ?
বড় জোর উম্মতা প্রকাশ করতে শিখেছে
বিদ্রোহ করতে জানেনা !

তবে তোমরাও একথা জেনে নাও
এরা সহ্যের বাঁধ পেরিয়ে এখন কাতরাচ্ছে···
যুগ-যন্ত্রণা বিষের গরল ঢেলেছে মনে
তাই সাবধান—বিদ্রোহ হ'তে পারে।

অস্থিরতা

আমি এখন অস্থিবতার শিকার
তাই কতকটা আত্মকেন্দ্রিক
মৃত ভালবাসাব এক ঘেঁয়ে দাসত্বে
বড় অসহ্য হযে উঠেছি !

স্নেহের আকর্ষণে পঙ্গু হ'য়ে
তোমাদের কাছাকাছি ছিলাম
তাই বুঝি বাইরের বোদ হাওয়া
এখনও গা সওয়া হয় নি ।

অবশ্য কেউ কেউ বলে বেড়ায়
বড় চঞ্চল আর স্বার্থপর ;
অথচ এ কথাটি আমার জানা
আমি অস্থিবতায় স্বাধীন ।

খাঁচা খুলে পালান গেল কৈ ?
তবু আকাশ দেখতে পেয়েছি ;
চঞ্চলতা এখন অস্থিবতায়
চিনিয়ে দিয়েছে অপরিচিত স্বরূপ ।

আতসবাজী

চিন্তার প্রকাশ আতসবাজীর মত
মনের আকাশে দেখা দিয়ে
আবার হারিয়ে যায়—
অন্ধকারের বুক ছুঁয়ে মনের চরকি
আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে
নিজেকে শুধু চিনিয়ে দেয়।

জীবনের কোন সে সন্ধ্যায়
শব্দের গভীবে যৌবন পাগলামি শুরু করেছিল
অথবা নিজেকে বাহাতুর ভেবে
স্বাধীনতার সুযোগ খুঁজেছিল
তা আর মনে পড়ে না।

সচকিত নারীব আনাগোনা
চোখ সওয়া হলেও সে আলেয়া,
কামনার রং বাজীর আগুনে পুড়ে
ভস্মের অঞ্জলি শুধু!

সে সব যে অনেক পুরনো কথা
তবু তা নতুন করে ভাবা যায়—
এ রাতের অতিথি দীপান্বিতার মত
সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করি
আগামী দিনের জন্য ; জমার খাতায় তুলেও রাখি।

তুমি আমায় না আমি তোমায়

তুমি আমায় না আমি তোমায় ঠকিয়েছি বলো
তার বিচার যদি চাও তবে অন্য কোথাও চলো
লাল সিঁদুর নিয়ে কপাল রাঙাও, আমি রক্তে রাঙাই ছুরি
সবুজ ঘাসের হৃদয় ছুঁয়ে কাটল বছর কুড়ি।

ল্যাম্পপোষ্ট বা মূর্খ রাস্তা সব শয়তান চুপ
মিথ্যে অভিমান আর ক্রোধে ভেজে রোমকূপ
যতই ব্যঞ্জন স্বাদে ভরুক নুন তো একটু চাই
দূরত্বকে মুখ্য ভেবে কেন মধুর প্রীতি হারাই !
তুমি আমায় না আমি তোমায় ঠকিয়েছি বলো।

বিচার যে করতে রাজী সে যে মস্ত ঘুষখোর
দেখো গিয়ে নেশার ঘোরে তার কাটেনাকো ভোর,
তোমার চোখের কোণের কালি সে তো কাজল নয়
হৃদয় এতে বিশ্রী আর কুৎসিৎই রয়,
তুমি আমায় না আমি তোমায় ঠকিয়েছি বলো।

চেয়েছি—পাইনি

কত যে চেয়েছি তার হিসেব রাখিনি
কিছু পেয়েছি, কিছু পাইনি
যা পাইনি তার জন্য দুশ্চিন্তা
আর একে কেন্দ্র করে এত ছোটাছুটি।

মন ভীষণ স্বার্থপর।
নইলে যা পাবার নয় তারি আশায়
নিজেকে শেষ পর্যন্ত হারাতে চলেছি ;
মন পাবার জন্য মনের এ অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব
আগুনছোঁয়া খেলারই মত
মৃত্যু জেনেও যুদ্ধে আসা !

এত হয়রানি আর আত্মকেন্দ্রিকতা
এর পরিণাম ক'জন ভাবে, আমিও ভাবিনি,
তাই আজ না পাওয়ার যন্ত্রণা
কত হিংস্র আর ভয়ঙ্কর !

আগুন—যন্ত্রণা

আগুন—আগুন—আগুন
মনের চারিদিকে অনলের জ্বলন্ত শিখাগুলি
শুধুই ঘুরে বেড়ায়, ছটফট আর আর্তনাদে
ভেঙে পড়ে যৌবন !

আগুন—আগুন—আর আগুন—
হু-হু করে জ্বলে মনের ভেতরে
যন্ত্রণা হাহাকার করে, তবু মৃত্যু হয় না
পাবকের গোলায় ।

আগুন—ঐ তো শুধুই আগুন
ছারখার করে দেয় সমস্ত স্বপ্নের সত্যকে ;
জীবনের সমস্ত মূল্য যার বক্ষে বিসর্জিত হয়েছে
এই সেই আগুন ! আগুন—

তোমার কাছে থাক

আমার স্মৃতি কিছু তোমার কাছে থাক
নয়ত সব শেষ করে ফেলব ;
সেদিন মনের গভীরে কেউ স্থান দিতে চাইবে না
অন্ততঃ তুমি মনে রেখো।

সমালোচনার আসরে আমি অযোগ্য
অতিরিক্ত বলে ভাবতে পাব—
মাথা-ওয়ালাদের সমঝদার নই
তাই ঈষৎ অন্তর্মুখী।

সবুজ স্বপ্নকে ঘিরে উন্মাদনা
সময়ের কাছে উদ্দেশ্যহীন,
অযথা অতীতকে দোষারোপ ক'রে
নিজেকে বাহাদুর ভাবি না।

নায়কের অন্তর্ধানের স্মৃতি বালুশয্যায়
কিছু পরে অস্তিত্ব হারাবে
নির্জন বনপ্রান্তের আর্তনাদও
শব্দের ইতিহাসে লেখা থাকবে না
তাই আমার স্মৃতি তোমার কাছে থাক।

ওগো কন্যা অশ্রু মোছো

সেই সকাল থেকে বর্ষণ শুরু হয়েছে
এখনও তার বিরাম নেই।
বর্ষাকন্যার বৃহৎ নয়ন কোটরের অশ্রুধারা
বুঝি আজ আর হবেনা শেষ।
উদ্বেলিত ঝর্ণার আবার নীরবতা !

মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শে পুঞ্জীভূত কালিমা···
বন্দী বিহগের মত সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে ঘুরে বেড়ায় ;
মাঝে মাঝে নয়নতারায় বিদ্যুতের ঝিলিক্
যেন বিষণ্ণতার-ই মূর্ত ঘোষণা !

থেমেছে, থেমেছে, বর্ষা কন্যার অশ্রুবর্ষণ
তবু ঐ আলুথালু কুন্তল রয় সিক্ত,
বেদনায় তার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণে হয়েছে রঙিন
গুরু গুরু ধ্বনি কি তবে ফুঁপিয়ে কাঁদার ?

প্রশ্ন শেষ হয় না। ফের দৃষ্টি ছোটে—
বর্ষাকন্যার অশ্রু সজল নয়ন দ্বারে।
সেই একই সঙ্গীতের পুনরাবির্ভাব······
টুপ্···টুপ্···টুপ্! এ যে বর্ষা কন্যার অশ্রুবিন্দু !

এই বেশ আছি

কি বলো এইতো বেশ আছি
তাই না ?
রোগ জীবাণুর সাথে নিজেকে
কি রকম মানিয়ে নিয়েছি।

এখানে বাইরের মত
অবিশ্বাসী যুব মানসের জীবন-যন্ত্রণা নেই,
প্রতিদিনের দেনা-পাওনার হিসেব
বা মন কষাকষি থেকেও বেশ স্বাধীন।

কাটা ছেঁড়া ঘা আর
অসহায় রোগীর শিশুর মত চাউনি
অথবা ভাঙাচোরা মানুষের কঙ্কাল
এ সবই চেনা-জানা।

অবশ্য আপন বলতে এখানে রয়েছে
সবে মরে যাওয়া সাদা কাপড়ে ঢাকা
অসাড় ঐ ভাগ্যহীন—
যার কাছে কিছু আগে অবিশ্বাস্য
বাঁচার আশ্বাস দিয়েছি।

সময় ভীষণ নিষ্ঠুর !
হৃৎপিণ্ড হঠাৎ এভাবে ধর্মঘট করবে
তা কে জানতো ?
বাঁচানোর মালিকও শেষে হাত নাবিয়ে
কোথায় যেন চলে গেল ।

আমার আর কি দোষ বলো
তোমাদেরই মত নিষ্ক্রিয় শুধু,
জন্ম-মৃত্যুর এ বয়ঃ সন্ধিকালে
মিথ্যে এক সান্ত্বনা ।

ভাষ্যকার

ঠিক এক বছরের কিছু পরে
সেই চেনা জানা স্বরের সাথে সাক্ষাৎ
প্রশ্ন ছুটে এল কাছাকাছি ঃ
—কে ?
—আমি ।
—ওঃ তুমিই অন্ধকারের মানুষ !
এ কথাগুলি ফিকে আলোর বুক কাঁপাল ।
এবারও প্রশ্ন—কি চাই ?
—তোমাকে ।
রুক্ষ স্বর আবার প্রতিধ্বনিত হ'ল
—তাহ'লে আরেকবার মৃত্যু হোক তোমার ।

ক্লান্ত আমার পথ

ক্লান্ত আমার পথ
এগিয়ে আর কোথায় যাই বলো
অতীত যখন ব্যথার গোলাপ হয়
কাঁটার ঘায়ে দেহ জুড়ায় না তো !

সেদিন আর ফিরবে না
স্মৃতি হ'য়ে রইবে চিরকাল
একালের ধুলো ঝড়ের মাঝে
হলাম ছেঁড়া পাতা !

এ এক কঠিন সময়—
মিথ্যা আশার অন্ধকারেই
স্বপ্ন খুঁজে মরা !
বুকের পাঁজর ভাঙ্গে ; মন থামে কি তবু '

সব হারান মন সময়ের সীমায়
আর থাকতে চায় না বন্দী—
ক্লান্ত ও সব পথ ধ'রে
এগিয়ে কোথায় যাই বলো !

ROSE OF DAWN

This is an opportunity to introduce our Giridhari Kundu, the composer of **'Bhorer Golap'** (Rose of Dawn). He is young but conscious about the surrounding affairs.

Kundu's poem is expressing his desire, despondency and torture which is a photograph of our daily life. His all sorts of codsideration is nothing but the image of our well known society.

Poet's thought is not confined only to his land, but for all. I hope, this collection will be a bold addition to the mordern poetry.